মেহেরপুরে গাঁজা রাখার দায়ে একজনের জেল

গাঁজা রাখার অপরাধে রুহুল আমিন নামের এক গাঁজা ব্যবসায়ীকে ৫ বছর সশ্রম কারাদণ্ড, ৩ হাজার টাকা জরিমানা অনাদায়ে আরও ৬ মাসের কারাদণ্ড দিয়েছেন আদালত।

মঙ্গলবার দুপুরের দিকে মেহেরপুরের অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজ আদালতের বিচারক রিপতি কুমার বিশ্বাস এ আদেশ দেন।

রুহুল আমিন মেহেরপুর সদর উপজেলার কালি গাংনী গ্রামের আফাজউদ্দিনের ছেলে।

মামলার বিবরণে জানা গেছে, ২০১৬ সালের ৮ জুন তৎকালীন মেহেরপুরের গাংনী র্যাব ক্যাম্পের ডিএডি শহিদুল ইসলামের নেতৃত্বে গোপন সূত্রে খবর পেয়ে গাংনী এলাকা থেকে রুহুল আমিন কে গ্রেপ্তার করেন, ঐ সময়ে রুহুল আমিনের ব্যবহারকারী নসিমন থেকে ৬ কেজি গাঁজা উদ্ধার করা হয়।

ঐ ঘটনায় ১৯৯০ সালের মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনের ১৯(১) ধারার টেবিল ১(খ) ধারায় একটি মামলা দায়ের করা হয় যার সেশন কেস নং ৩৩৬/১৬ জি আর কেস নং ২০০/১৬। মামলায় মোট ৭ জন সাক্ষী তাদের সাক্ষ্য প্রদান করেন।

এতে রুহুল আমিন দোষী প্রমাণিত হওয়ায় আদালত তাকে ৫ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড, ৩ হাজার টাকা জরিমানা, অনাদায়ে আরও ৩ মাসের কারাদণ্ড প্রদান করেন।

মামলার রাষ্ট্রপক্ষের অতিরিক্ত পিপি অ্যাডভোকেট কাজী শহিদ এবং আসামিপক্ষে এডভোকেট ফরিদ উদ্দিন কৌশলী ছিলেন।

মেহেরপুর সরকারী উচ্চ বালক বিদ্যালয় শতভাগ ধূমপানমুক্ত ঘোষণা

মেহেরপুর সরকারী উচ্চ বালক বিদ্যালয় শতভাগ ধূমপানমুক্ত ঘোষণা করা হয়েছে। আজ মঙ্গলবার সকাল ১১ টায় এইড ফাউন্ডেশন ও বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোটভুক্ত সংগঠন আশ্রয় সমাজ উন্নয়ন সংস্থা’র যৌথ উদ্যোগে প্রতিষ্ঠানটিকে শতভাগ ধূমপানমুক্ত ঘোষণা করেন জেলা শিক্ষা কর্মকর্তা।

জেলার সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ১০০ মিটারের মধ্যে তামাক ও তামাকজাত দ্রব্য বিক্রয়, ব্যবহার ও প্রচারণা নিষিদ্ধ’ প্রচারণার অংশ হিসেবে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের সক্রিয় অংশ গ্রহণে রোড পেইন্টিং ও বোর্ড স্থাপন করা হয়।

মেহেরপুর সরকারী উচ্চ বালক বিদ্যালয়ের (ভারপ্রাপ্ত) প্রধান শিক্ষক খোরশেদা আলম এর নেতৃত্বে রোড পেইন্টিং কর্মসূচির উদ্বোধন করেন মেহেরপুর জেলা শিক্ষা কর্মকর্তা মাহফুজুল হোসেন।

উদ্বোধনী বক্তব্যে তিনি ঘোষণা করেন এই প্রতিষ্ঠানের ১০০ মিটারের মধ্যে কোন তামাকজাত দ্রব্যর দোকান থাকবেনা, এই ঘোষণা অমান্য করলে তার বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

উক্ত কর্মসূচীতে বিদ্যালয়ের সিনিয়ির সহকারী শিক্ষক মোজাম্মেল হক, নাসির উদ্দীন, আবু হানিফা, স্থানীয় বাটা প্রতিনিধি আশ্রয় সমাজ উন্নয়ন সংস্থার পরিচালক এমএ হাসান সুমন, এইড ফাউন্ডেশনের প্রোগ্রাম অফিসার তৌহিদ উদ দৌলা রেজাসহ বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা উপস্থিত ছিলেন।

মেহেরপুরে “মুক্তিযোদ্ধা সংসদ সন্তান কমান্ড” এর আহবায়ক কমিটির আত্মপ্রকাশ

“মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বাস্তবায়নই আমাদের অঙ্গীকার” এই স্লোগানকে সামনে রেখে মুক্তিযোদ্ধা সংসদ সন্তান কমান্ড এর মেহেরপুর জেলা শাখার আহবায়ক কমিটির অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। সাকিল আহাম্মদ কে আহবায়ক ও আবুল হাসান মোহাম্মদ শাহরিয়ার (লিয়ন) কে যুগ্ম আহবায়ক করে ২১ সদস্য বিশিষ্ট কমিটি গঠন করা হয়েছে। এছাড়াও কমিটিতে ২ নং যুগ্ম আহবায়ক হিসেবে আছেন জয়নাল আবেদিন ও সদব্য সচিব হিসেবে আছেন মফিজুর রহমান। গত ২২ জানুয়ারি কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি মেহেদী হাসান ও সাধারণ সম্পাদক সেলিম রেজা এ কমিটির অনুমোদন দেন।

মঙ্গলবার বর্ণাঢ্য আয়োজনে মেহেরপুর জেলার আহবায়ক কমিটির আত্মপ্রকাশ করা হয়েছে। আহবায়ক সাকিল আহাম্মদ এর নেতৃত্বে মটরসাইকেল শোভাযাত্রা করে মুজিবনগরে যায়। সেখানে স্মৃতিসৌধে পুস্পস্তবক অর্পণ করে স্বাধীনতা যুদ্ধে শহীদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে কমিটির সকল সদস্য ও বীর মুক্তিযোদ্ধারা। পরে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুবিজুর রহমানের প্রতিকৃতিতে পুস্পস্তবক অপর্ন করা হয়। পুস্পস্তবক অর্পন শেষে কমিটির আত্মপ্রকাশ উপলক্ষে সংক্ষিপ্ত সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সমাবেশে বক্তব্য দেন, মুক্তিযোদ্ধা আহসান হাবিব খান, সিরাজুল ইসলাম, মুক্তিযোদ্ধা সংসদ সন্তান কমান্ড আহবায়ক কমিটির সদস্য ও জেলা যুবলীগের যুগ্ম আহবায়ক শহীদ সরফরাজ হোসেন মৃদুল, মুক্তিযোদ্ধা সংসদ সন্তান কমান্ড আহবায়ক কমিটির যুগ্ম আহবায়ক আবুল হাসান মোহাম্মদ শাহরিয়ার (লিয়ন), আহবায়ক সাকিল আহম্মদ।

এসময় উপস্থিত ছিলেন কমিটির অন্যান্য সদস্য, তারা হেলন, বোরহান উদ্দীন আহাম্মদ, আবু আবিদ, আসলাম হোসেন শিশির, শহীদ সরফরাজ, উজ্জল হোসেন, মারুফ হাসান, আসাদুজ্জামান, মজিবুল হক মিলন, আজাদ আলী, আনোয়ার হোসেন, মফলেউর রহমান, আব্দুল বাসিত, আল মামুন, রফিকুল ইসলাম, শামীম, আশরাফ হোসেন ও মিলন আলী।

মেহেরপুরের বিশিষ্ট ব্যবসায়ী গোলাম নবীর জানাযা ও দাফন সম্পন্ন

মেহেরপুরের বিশিষ্ট ব্যবসায়ী, বসুন্ধরা সিমেন্টের পরিবেশক, মেসার্স জি এন এন্টারপ্রাইজ ও মেসার্স আসিফ এন্টারপ্রাইজ এর স্বত্ত্বাধিকার মোঃ গোলাম মুর্শেদ (চন্দন) ও মোঃ গোলাম শহিদ (শাহেদ) পিতা আলহাজ্ব মোঃ গোলাম নবী ইন্তেকাল করেছেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)।

সোমবার সন্ধ্যা ৬◌ঃ৩০ মিনিটে বার্ধক্য জনিত কারণে নিজ বাস ভবনে ইন্তেকাল করেন। মৃত্যু কালে তার বয়স হয়েছিল ৮১ বছর। তিনি স্ত্রী, দুই পুত্র, দুই মেয়েসহ অসংখ্য শুভাকাঙ্ক্ষী রেখে গেছেন।

মঙ্গলবার সকাল ১১টার সময় মেহেরপুর শহীদ ড. সামসুজ্জোহা পার্কে জানাযা শেষে পৌর কবরস্থানে দাফন করা হয়েছে।
তাঁর এ মৃত্যুতে বসুন্ধরা সিমেন্ট পরিবার থেকে গভীর শোক প্রকাশ করে বিবৃতি দিয়েছে।

গাংনী- কাথুলী সড়কে পুলিশের টহলদল যাওয়ার পরেই ডাকাতি

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলা গাংনী-কাথুলী সড়কে ধলারমাঠ এলাকায় গত রাত ১২টায় তিনজন পথচারি ডাকাতির শিকার হন। নগদ টাকা ও মুঠোফোন ছিনিয়ে নিয়ে তাদের বেদম মারধর করে ডাকাতদল।

আহত হয়েছেন সদর উপজেলার কুলবাড়ীয়া গ্রামের মিল্টন হোসেন, মোহব্বত আলী, আরিফ হোসেন।

আহতরা বলেন, রাতে গাংনী থেকে একটি ওয়াজ শুনে বাড়ি ফেরার পথে ধলার মাঠে ৭/৮ জনের মত একটি ডাকাত দল গাড়ি থামিয়ে এলোপাথাড়ি মারধর করে। পরে পকেটি থেকে মোবাইল ও নগদ টাকা নিয়ে সটকে পড়ে।

ডাকাতির শিকার হওয়া মিল্টন হোসেনের শ্বশুর খাইরুল সকালে মুঠোফোনে বলেন, গতরাতে ডাকাত দল প্রথমেই তাঁর জামাই মিল্টনকে মারধর করে। তাকে প্রাথমিক চিকিৎসা দেয়া হয়েছে । ওই সড়কে এর আগেও অনেকবার ডাকাতির ঘটনা ঘটেছে। গরু ব্যাবসায়ীদের কাছ থেকে নগদ ছয় লক্ষ টাকা ছিনিয়ে নেওয়ার ঘটনা ঘটেছে। পুলিশের ভুমিকার আরো জোরালো থাকলে এসকল ডাকাতদল সক্রিয় হতে পারতো না বলে অভিমত স্থানীয়দের।

জানতে চাইলে ধলা পুলিশ ফাড়ির উপ পরিদর্শক (এসআই) নজরুল ইসলাম বলেন, ওই সড়কটিতে প্রতিরাতে পুলিশের একটি টহলদল থাকে। গতরাতে ১২টায় টহলদলটি একটি ওয়ারেন্ট আসামি আটক করার জন্য চলে আসে। এর পরেই ডাকাতির ঘটনা ঘটে।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) বজলুর রহমান বলেন, গাংনী উপজেলার ধলার মাঠে এক সময় রাতের বেলায় প্রায়ই ডাকাতির ঘটনা ঘটতো। পুলিশের ব্যপক তৎপরতার কারণে ডাকাতির ঘটান উপজেলাতে একেবারে কমে গিয়েছিলো। অপরাধিদের আটক করার জন্য একাধিক পুলিশের দল মাঠ পর্যায়ে কাজ করছে।

গাংনীর ৬ ইট ভাটায় সন্ত্রাসীদের হামলা

গাংনীর বিভিন্ন ইট ভাটায় হামলা চালিয়েছে সন্ত্রাসীরা। এ সময় চাঁদা টাকা দাবি করলে না দেওয়ায় শ্রমিকদের মারধর করে । সেই সাথে চাঁদার টাকা পরিশোধ না করা পর্যন্ত ইটভাটাগুলো বন্ধ রাখার হুমকি দেয় তারা।

খোঁজ নিয়ে জানাযায়, গাংনীর ছয়টি ইট ভাটায় শ্রমিকদের মারধর করেছে সন্ত্রাসীরা, সেই সাথে চাঁদার দাবি করে।

সোমবার গভীর রাতে সন্ত্রাসীরা ইটভাটায় হানা দিয়ে তাদের সাথে যোগাযোগের জন্য মোবাইল নাম্বার দিয়ে গেছে। তাদের দেওয়া শর্তমতে চাঁদা না দিলে ইটভাটা বন্ধ করে দেওয়ার হুমকি দেয় সন্ত্রাসী বাহিনী।

বিষয়টি নিশ্চিত করে ভাটা মালিকরা জানিয়েছেন, গভীর রাতে যখন শ্রমিকরা ইট পোড়ানোর কাজে নিয়োজিত ছিলেন সে সময় ১০/১৫ জন সশস্ত্র সন্ত্রাসী প্রথমে থানা রোডে পান্না ব্রিকসে হানা দেয়। এসময় ইট পোড়ানোর শ্রমিকদের মারধর করে। পর্যায় ক্রমে পার্শ্ববর্তী দোয়েল ব্রিকস, পায়রা ব্রিকস, টুইস্টার ব্রিকস, আস্থা ব্রিকস ও এএসবি ব্রিকসে হানা দিয়ে তাণ্ডব চালায়।

এএসবি ব্রিকস স্বত্বাধিকারী আনোয়ার হোসেন বলেন, সন্ত্রাসীরা হানা দিয়ে শ্রমিকদের মারধর করে ২০ হাজার টাকা ছিনিয়ে নেয়। এসময় ইটভাটার পরিবহনের যানবাহনে ভাঙচুর চালায় তারা।

ইট ভাটা মালিকরা জানান, সন্ত্রাসীরা শ্রমিকদের বেধড়ক মারপিট করে। সামান্য আহত কয়েক জন শ্রমিককে প্রাথমিক চিকিৎসা দেয়া হয়েছে। সন্ত্রাসীরা পাঁচটি ইটভাটা তেই কাগজে লিখে একটি মোবাইল নাম্বার দিয়ে গেছে। ওই নাম্বারে যোগাযোগ করে চাঁদা পরিশোধ করার জন্য বলা হয়েছে। চাঁদা পরিশোধ না করা পর্যন্ত ইটভাটা বন্ধ রাখতে হুমকি দিয়ে গেছে সন্ত্রাসীরা।

বিষয়টি নিয়ে ইটভাটাগুলোতে শ্রমিকদের মধ্যে আতঙ্ক বিরাজ করছে। তবে আজ সকাল থেকেই ইটভাটার কার্যক্রম চালু থাকলেও রাতে শ্রমিকরা আর কাজ করতে চাইছে না।
এ বিষয়ে গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) বজলুর রহমান বলেন, ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়েছে। এই ঘটনাগুলোর জিডি দায়ের করে পরবর্তী আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের প্রক্রিয়া চলছে।

মুজিবনগর পল্লী প্রাণী চিকিৎসক

সমিতির বার্ষিক বনভোজন

মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলা পল্লী প্রাণী চিকিৎসক সমিতির প্রথম বার্ষিক বনভোজন ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গতকাল সোমবার দুপুর ১২টার দিকে উৎসবমুখর পরিবেশে দামুড়হুদা উপজেলার তালসারি ডিসি ইকোপার্কে উক্ত অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। সমিতির সভাপতি আব্দুর রশিদের সভাপতিত্বে আলোচনা সভায় সহ-সভাপতি খান জাহান আলী, সাধারণ সম্পাদক সালাউদ্দিন, সদস্য হারুন অর-রশীদ ও আব্দুল মোমিনসহ অন্য সদস্যরাও বক্তব্য রাখেন।

এ সময় সমিতির নির্বাহী সদস্য শামসুজ্জোহা, সালাউদ্দীন, আব্দুস সালাম, একরামুল হক, আব্দুল আজিজ, আব্দুল মজিদসহ সমিতির সকল সদস্যবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। আলোচনা সভা শেষে মধ্যাহ্ন ভোজের মধ্য দিয়ে বেলা ৩টার দিকে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

মেহেরপুরে গাঁজাসহ নগদ টাকা উদ্ধার

মেহেরপুরে ২৫০’শ গ্রাম গাঁজাসহ নগদ টাকাউদ্ধারকরেছে ডিবি পুলিশ। সোমবার বিকালে ডিবি পুলিশের এস আই অজয় কুমার কুন্ডুর নেতৃত্বে অভিযান চালিয়ে গাংনী উপজেলার

ভাটপাড়ায় ইমাদুল ইসলাম (৩৫) নামের এক মাদক ব্যবসায়ীর বাড়ি থেকে এই গাঁজা ও ১৫শ ৫০ টাকা জব্দ করা হয়।

এসময় মাদক ব্যবসায়ী ইমাদুল পুলিশের উপস্থিতি টের পেয়ে পালিয়ে যায়। ইমাদুল ভাটপাড়া গ্রামের তাহাজ উদ্দিন এর ছেলে।

জেলা গোয়েন্দা পুলিশের ওসি জুলফিকার আলী বিষয়টি নিশ্চিত করে জানান, এস আই অজয় কুমার কুন্ডু ও এএসআই আহসান হাবিব গাংনীর ভাটপাড়া থেকে গাঁজাসহ নগদ টাকা উদ্ধার করা হয়েছে।

পলাতক ইমাদুল ইসলামের গাংনী থানায় আটক ইমাদুল ইসলামের বিরুদ্ধে একটি নিয়মিত মামলা রুজু করা হয়েছে।

মেপ্র/এমএফআর

মেহেরপুরে ৪২তম জাতীয় বিজ্ঞান মেলার পুরস্কার বিতরণী

মেহেরপুরে ৪২তম জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সপ্তাহ এবং ৪২তম জাতীয় বিজ্ঞান অলিম্পিয়াড এর সমাপনী ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।

সোমবার সকালে মেহেরপুর সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় এর আয়োজন করা হয়।

অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (শিক্ষা ও আইসিটি) মোঃ তৌফিকুর রহমান এর সভাপতিত্বে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপ-পরিচালক স্থানীয় সরকার মৃধা মোঃ মোজাহিদুল ইসলাম, সরকারী বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মো: মিজানুজ্জামান, সহ বিভিন্ন স্কুলের শিক্ষক সেখানে উপস্থিত ছিলেন।

৪২তম জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মেলায় প্রজেক্ট মূল্যায়নে জুনিয়র গ্রুপে প্রথম স্থান অধিকার করেছে আনন্দবাস মিয়া মুনসুর একাডেমী, দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছে মেহেরপুর সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, তৃতীয় স্থান অধিকার করেছে হিজল বাড়িয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়।

প্রজেক্ট মূল্যায়নের সিনিয়র গ্রুপে প্রথম স্থান অধিকার করেছে মেহেরপুর সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল এন্ড কলেজ, দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছে মেহেরপুর সরকারি কলেজ, তৃতীয় স্থান অধিকার করেছে ছহিউদ্দিন ডিগ্রী কলেজ।

বিতর্ক প্রতিযোগিতায় জুনিয়র গ্রুপে চ্যাম্পিয়ন দল মেহেরপুর সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় এবং সিনিয়র গ্রুপে চ্যাম্পিয়ন দল

মেহেরপুর সরকারি কলেজ।

গাংনী ও মুজিবনগর উপজেলার কোন দল বিতর্কে অংশগ্রহণ না করায় রানার্সআপ কোন দল পাওয়া যায়নি।

গাংনীতে চোর সন্দেহে শিশুসহ আটক-৬

মেহেরপুরের গাংনীতে চোর সন্দেহে পৃথক অভিযানে এক শিশুসহ ৬ জনকে আটক করেছে থানা পুলিশ। রোববার দিবাগত মধ্যরাতে বিভিন্ন এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাদেরকে আটক করা হয় ।

আটককৃতরা হলো উপজেলার গাড়াবাড়িয়া গ্রামের কাওছার মণ্ডলের ছেলে আয়নাল হক (৩৫), গাংনী পৌর এলাকা মহিলা কলেজ পাড়ার সিরাজুল ইসলামের ছেলে হাবিবুর রহমান (২৮), সাহারবাটি গ্রামের ক্লাব পাড়ার দেলশাদ হোসেনের ছেলে মানিক হোসেন (২০), ফতাইপুর গ্রামের মন্ডল শেখের ছেলে জনি (৩৭), পূর্ব মালসাদহ গ্রামের শুকুর আলীর ছেলে আব্দুল হালিম (২৩), পূর্ব মালসাদহ গ্রামের কাওছার আলী ছেলে সিহাব আলী (১৪)।

গাংনী থানা অফিসার ইনচার্জ বজলুর রহমান জানান, ইতোপূর্বে গাংনী থানায় তাদের বিরুদ্ধে চুরি মামলা রয়েছে তাই তাদের সন্দেহমূলক আটক করা হয়েছে।